dreams for tomorrow

স্বপ্নের কথা

ভাষা হোক উন্মুক্ত

বাংলা ভাষা আন্দোলন: শেকড় থেকে শিখরে

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে অবদমিত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা দেন, তখন থেকেই শুরু হয় বাঙালির তীব্র প্রতিবাদ। এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮)। তৎকালীন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেও ছাত্র-জনতা তা অগ্রাহ্য করে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেক তরুণ শহীদ হন। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মুখে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মিছিল

একুশের তাৎপর্য:

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য কেবল বর্ণমালার অধিকার রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বীজ। একুশের চেতনা থেকেই জন্ম নেয় অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। এই আন্দোলনের ফলেই বাংলা আজ বিশ্বের বুকে অন্যতম মর্যাদাবান ভাষা এবং ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালির এই সংগ্রাম আজ বিশ্বজনীন এক অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়েছে।

একুশে পদক: মেধা ও সৃজনশীলতার জাতীয় সম্মান

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে ১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত হয় 'একুশে পদক'। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য মেধা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ইতিহাস ও প্রথম সম্মাননা:

১৯৭৬ সালে প্রবর্তনের পর প্রথমবার আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এই পদকে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীতে পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ও বেগম সুফিয়া কামালের মতো বরেণ্য গুণীজনরা এই অনন্য গৌরবে ভূষিত হয়েছেন।

পদকের স্বরূপ:

১৮ ক্যারেট মানের ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, যার চমৎকার নকশা করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী নিতুন কুণ্ডু।

পুরস্কার:

সম্মাননা সনদ, পদকের রেপ্লিকা এবং নগদ ৪ লক্ষ টাকা।

কারা পান এই পদক:

ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, গবেষণা এবং সমাজসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন, রাষ্ট্র তাঁদের এই সম্মানে ভূষিত করে।

গৌরবগাথা: একুশে পদক ২০২৬-এর বিজয়ী তালিকা

২০২৬

একুশে পদক

১. প্রফেসর ড. মাহবুবুল আলম মজুমদার	শিক্ষা
২. প্রফেসর মোঃ আব্দুস সাত্তার	চারুকলা
৩. মেরিনা তাবাসসুম	স্থাপত্য
৪. আইয়ুব বাচ্চু	সংগীত
৫. ওয়ারফেইজ	সংগীতদল
৬. অর্থি আহমেদ	নৃত্য
৭. ইসলাম উদ্দিন পালাকার	নাট্যকলা
৮. শফিক রেহমান	সাংবাদিকতা
৯. ফরিদা আক্তার ববিতা	চলচ্চিত্র
১০. তেজস হালদার জস	চলচ্চিত্র

একুশে পদক আমাদের শেখায় যে, মেধা ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশ ও দশের সেবা করলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি একদিন অবশ্যই আসে। ২০২৬ সালের এই বিজয়ীরা আমাদের আগামীর প্রেরণা। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই গড়ে উঠবে আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ।

প্রযুক্তিতে বাংলার জয়ধ্বনি: অভ্র ও আমাদের ডিজিটাল মুক্তি

১৯৫২ সালের ভাষা শহীদরা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রাণের বর্ণমালা, যে বর্ণমালা রক্তে কেনা এবং আবেগে মোড়ানো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা যখন কাগজের পাতা থেকে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঠাঁই নিতে শুরু করল, তখন এক নতুন সংকটের সৃষ্টি হলো। ইন্টারনেটে তখন ইংরেজির জয়জয়কার, আর বাংলা ছিল এক কোণঠাসা ভাষা। প্রযুক্তির এই দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেঙে আমাদের প্রিয় বর্ণমালাকে ডিজিটাল বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল এক আধুনিক বিপ্লবের। সেই বিপ্লবের নাম- 'অভ্র'।

অভ্র-র জন্মকথা: একদল স্বপ্নবাজ তরুণের গল্প

২০০৩ সালের ২৬শে মার্চ, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার আনন্দ উদ্‌যাপন করছিল, ঠিক তখন ময়মনসিংহের এক মেডিকেল শিক্ষার্থী ডা. মেহদী হাসান খান এবং তাঁর একদল উদ্যমী বন্ধু (রিফাত উন নবী, তানবিন ইসলাম সিয়াম, শাবাব মুস্তফা, সারিম খান প্রমুখ) বাংলা ভাষার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁরা তৈরি করেন ইন্টারনেটে বাংলা লেখার প্রথম সম্পূর্ণ ফ্রি সফটওয়্যার 'অভ্র কিবোর্ড'। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল - 'ভাষা হোক উন্মুক্ত'। কোনো বাণিজ্যিক মুনাফা নয়, বরং মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁরা এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছিলেন।

তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, 'ভাষা হোক উন্মুক্ত'। কোনো বাণিজ্যিক মুনাফা নয়, বরং মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁরা এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছিলেন।

কেন এই উদ্ভাবন ছিল সময়ের দাবি?

নব্বইয়ের দশক বা একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কম্পিউটারে বাংলা লেখা ছিল একটি বিশেষ দক্ষতা।

কিবোর্ড লেআউটের জটিলতা:

তখন প্রচলিত কিবোর্ডগুলো (যেমন: বিজয়) ব্যবহার করতে হলে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং লেআউট মুখস্থ করার প্রয়োজন হতো।

ডিজিটাল বিভাজন:

লেআউট মুখস্থ করার ঝামেলা আর সফটওয়্যারের উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ মানুষেরা কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার করতে পারত না। ফলে ডিজিটাল বিশ্বে বাংলা ভাষা এক প্রকার পিছিয়ে পড়ছিল।

ফোনেটিক বিপ্লব: টাইপিং যখন আরো সহজ!

অভ্রর সবচেয়ে বড় জাদু হলো এর 'ফোনেটিক টাইপিং' পদ্ধতি। যারা ইংরেজিতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য অভ্র নিয়ে এলো অভাবনীয় এক সমাধান। এখন আর আলাদা লেআউট মুখস্থ করার দরকার নেই; ইংরেজিতে 'ami' লিখলেই তা চমৎকারভাবে 'আমি' হয়ে যেতে শুরু করল। এই সহজ পদ্ধতির কারণেই ফেসবুক, মেসেঞ্জার বা গুগল সার্চে বাংলার ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে গেল। কম্পিউটারে বাংলা লেখা আর পেশাদারদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং তা সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এলো।

ইউনিকোড সমর্থন:

অভ্র-র আগে বাংলা লেখা ইন্টারনেটে সার্চ করা যেত না। অভ্র ইউনিকোড সমর্থন করায় এখন গুগলে বাংলায় কিছু লিখে সার্চ করলেই রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মুক্ত সফটওয়্যার (Open Source):

এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ থাকায় স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সরকারি অফিস পর্যন্ত সবখানে বাংলা ছড়িয়ে পড়েছে।

স্মার্ট ফিচার:

অভ্রর সাথে যুক্ত আছে স্বয়ংক্রিয় বানান সংশোধক ও ফন্ট ফিক্সার, যা বাংলা লেখাকে করেছে আধুনিক ও নির্ভুল।

ড.মুহাম্মদ ইউনূস অভ্র কিবোর্ড দলকে একুশে পদক হস্তান্তর করেন

একুশে পদক অর্জন: এক ঐতিহাসিক স্বীকৃতি

ভাষা ও প্রযুক্তিতে এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে সরকার অভ্র টিমকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'একুশে পদক' প্রদান করে। তবে এই অর্জনের পেছনে রয়েছে এক হৃদয়স্পর্শী গল্প, যা আমাদের তরুণদের দেশপ্রেম আর বন্ধুত্বের শিক্ষা দেয়।

অভ্র-র প্রধান উদ্ভাবক **মেহদী হাসান খান** যখন জানতে পারেন তাঁকে এককভাবে এই পদক দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি বিনম্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানিয়েছিলেন, অভ্র কেবল তাঁর একার সৃষ্টি নয়; এর পেছনে তাঁর সহযোদ্ধাদেরও সমান শ্রম ও ভালোবাসা মিশে আছে। তাঁর এই মহৎ অনড় অবস্থানের কারণে সরকার প্রথমবারের মতো কোনো উদ্ভাবনী কাজের জন্য পুরো 'অভ্র টিম'-কে দলগতভাবে পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন।

১৯৫২-তে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের ভাষাকে রক্ষা করেছিলেন। আর অভ্র টিম প্রমাণ করল, মেধা আর উদ্ভাবন দিয়ে সেই ভাষাকে আধুনিক বিশ্বে অমর করে রাখা সম্ভব। ডা. মেহদী হাসান খান ও তাঁর বন্ধুদের এই জয়যাত্রা আজ কোটি কিশোর-কিশোরীর জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। আমাদের প্রিয় বর্ণমালা এখন আর পিছিয়ে নেই, রাজপথ থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম - সবখানে বাংলার জয়জয়কার।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাভাষা

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বাংলা কেবল একটি আবেগপ্রসূত ভাষা নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ। পরিসংখ্যান এবং প্রযুক্তির মাপকাঠিতে বাংলা আজ যে উচ্চতায় অবস্থান করছে, তা প্রতিটি বাঙালির জন্য গর্বের বিষয়।

জনসংখ্যার নিরিখে অবস্থান:

মাতৃভাষীর (Native Speaker) সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা বর্তমানে বিশ্বের ৫ম বা ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। আর যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করেন, তাঁদেরসহ মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা বিচারে বাংলা বর্তমানে বিশ্বের ৭ম প্রধান ভাষা। প্রায় ৩০ কোটি মানুষের এই বিশাল জনপদ বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে বিশ্বজুড়ে।

ডিজিটাল দুনিয়ায় অবস্থান:

ব্যবহারের দিক থেকে ইন্টারনেটে শীর্ষ ১০টি ভাষার মধ্যে বাংলা একটি শক্তিশালী নাম। ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন ডেটাবেসে বাংলার উপস্থিতি বর্তমানে বহুগুণ বেড়েছে।

সীমানা ছাড়িয়ে সিয়েরা লিওন:

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলাকে তাদের অন্যতম 'সম্মানসূচক অফিসিয়াল ভাষা' হিসেবে ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি সৈনিকদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি বিদেশি রাষ্ট্রের এই সম্মান বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI):

আমাদের বর্ণমালা এখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিবান্ধব। এখন কেবল কিবোর্ড টাইপিং নয়, বরং ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে বাংলায় সার্চ করা কিংবা এআই (Artificial Intelligence)-এর সাথে সরাসরি বাংলায় কথোপকথন চালানো সম্ভব হচ্ছে। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে চ্যাটজিপিটি সবখানেই বাংলা এখন সাবলীল।

১৯৫২-এর রক্তে কেনা বর্ণমালা আজ ডিজিটাল বিশ্বের এক অপরাজেয় শক্তি। রাজপথ থেকে কিবোর্ড, আর কিবোর্ড থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাংলার এই জয়যাত্রা আমাদের গর্ব। শহীদদের আমানত এই ভাষাকে শুদ্ধভাবে লালন করা এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়াই হোক আমাদের একুশের অঙ্গীকার।

dreams for tomorrow

প্রজেক্ট জিজ্ঞাসা

তোমার প্রশ্ন, আমাদের উত্তর

লেখাপড়া, উচ্চশিক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা স্বপ্ন নিয়ে তোমার মনে যা কিছু প্রশ্ন আসে, তা মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়ে দাও এই নম্বরে -- **01333-824323**

ড্রিমস ফর টুমোরো'র একটি অভিজ্ঞ টিম অত্যন্ত যত্ন নিয়ে তোমার প্রশ্নগুলো দেখবেন এবং তোমাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন।